দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 23 MAY 2009
পৃঃ ১৪ ৭

প্রসঙ্গ কথা

ছাত্র রাজনীতি : প্রাসঙ্গিক ভাবনা

আফতাব চৌধুরী

ছাত্র আন্দোলন ও ছাত্র রাজনীতি সমার্থক নয়। রাজনীতিকদের স্বৈরচার, ভ্রষ্টাচার অথবা সমাজে দেখা দেয়া, বিশৃঙ্খলা, কুসংস্কার প্রভৃতি দূর করে রাষ্ট্র কিংবা সমাজ পুনঃনির্মাণের ক্ষেত্রে ঐক্যবদ্ধভাবে ছাত্ররা যে অফুরন্ত প্রাণশক্তি প্রয়োগ করে সফলতা অর্জন করে, সে প্রক্রিয়াকেই বলা যায় ছাত্র আন্দোলন। সমস্ত বাধা-বিপত্তি ও প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে ছাত্রকল্যাণ তথা রাষ্ট্রকল্যাণের যে ক্ষমতা ছাত্ররা রাখে, সেটার প্রকৃত মূল্যায়নই হচ্ছে ছাত্র আন্দোলন কথাটার প্রকৃত অর্থ। অথচ এ প্রকৃত অর্থটাকেই আজ বিভিন্নভাবে বিকৃত করে তোলা হচ্ছে। অন্যদিকে দেশপ্রেম, রাষ্ট্রীয় ঐক্য, শিক্ষা প্রভৃতি উপাদানকে প্রতিফলিত করে সুসংহতভাবে ছাত্র আন্দোলনকে পরিচালিত ও শুধুমাত্র মতলববাজ রাজনীতির হাতের পুতুল হয়ে ছাত্র আন্দোলন যদি ছাত্র রাজনীতিকে পুরোপুরি প্রভাবিত ও পরিচালিত করে তাহলে সে আন্দোলন ব্যর্থ হয় এবং সমাজে বিস্তর অমঙ্গল ডেকে আনে।

নবজাগরণের বিচার-বিশ্লেষণযুক্ত ও যুক্তিগ্রাহ্য আলোকপাত যখন সারাবিশ্বকে উদ্ভাসিত করে তুলল, তখন বিশ্বের ছাত্র সমাজের কাছে এসে গেল নতুন করে ভাবনার যুগ। ছাত্রদের করণীয় কর্তব্য ও শিক্ষণীয় ক্ষেত্রের পরিবর্তন সাধিত হতে থাকল আপনা-আপনি। আর এ পরিবর্তিত সময়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই ছাত্র রাজনীতি আজকের ছাত্রদের কাছে একটি আবশ্যিক বিষয়ে পরিণত হয়েছে। শুধু তাই নয়, সারাদেশে অঞ্চলভিত্তিক অসংখ্য ছাত্র সংগঠনের শাখা-প্রশাখা ডানা মেলেছে। আরও আশ্চর্যের বিষয় যে, একাধিক অশুভ বার্তার ইঙ্গিতে ছাত্র সমাজ খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে একে অপরের বিরুদ্ধে লড়ে যাচ্ছে। এ যেন নিজের গালে নিজেই কষে চড় মারার মত করুণ ও হাস্যকর অবস্থা। এ অবস্থায় প্রচুর সম্ভাবনাপূর্ণ মানব সম্পদের আকার ছাত্ররা ফিনিক্স হয়ে নির্বিধায় পুড়িয়ে ছারখার করছে তাদের মহান শক্তি ও ভবিষ্যৎকে। ব্যাপক অর্থে রাজনীতি হচ্ছে মানব আচরণের একটি স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত দিক। সে অর্থে কেউই রাজনীতির বাইরে নয়। তবে ইদানীং ছাত্ররা অতিমাত্রায় প্রত্যক্ষ ও অসুস্থ রাজনীতি নির্ভর হয়ে পড়ায় সমাজের পরিবর্তনকামী ছাত্র আন্দোলনের গৌরবময় ইতিহাস লজ্জাকর অধ্যায় সংযোজিত হচ্ছে।

পরাধীন বাংলাদেশে স্বাধীনতা সংগ্রামে ছাত্ররা যদিও আলাদাভাবে ছাত্র আন্দোলন তেমনভাবে গড়ে তোলেনি তবু ছাত্র মুক্তি সংগ্রামে ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ করে একটি নতুন মাত্রা সংযোজন করতে পেরেছিল নিঃসন্দেহে। শুধু তাই নয়, সে সময়ের নব্য শিক্ষার্থীরাই সমাজে প্রচলিত কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস, ধর্মান্ধ, ক্ষতিকারক পরম্পরা শিক্ষা ও শিক্ষা ব্যবস্থার গাম্ভীর্য রক্ষা প্রভৃতি ক্ষেত্রে যথেষ্ট পরিবর্তন আনতে সচেষ্ট হয়েছিল। তাই আজকের আধুনিক দেশ গঠনে তাদের অবদান অনস্বীকার্য। সব থেকে বড় কথা, ঐ সব গঠনমূলক কাজ বা সদর্থক ছাত্র আন্দোলনে মনোনিবেশ করার পূর্বে ছাত্রদের চরিত্র গঠনের যেসব গুণাবলী অর্জন করতে হয় সুনাগরিক হওয়ার পাঠ গ্রহণ করতে হয় সে মানসিকতা তখনকার ছাত্রদের মধ্যে থাকলেও আজকের ছাত্রদের মধ্যে তার সিকিভাগও পরিলক্ষিত হচ্ছে না। সুনাগরিক নির্মাণের কেন্দ্র হচ্ছে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। তাই শিক্ষানুষ্ঠানগুলো রাজনৈতিক দল, ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর চাপ ও সংসক্তার মুক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। শিক্ষা ও শৈক্ষিক পরিবেশে সর্বদাই মুক্ত ও পরিচ্ছন্ন হওয়ার কথা সুপারিশ করে এলেও বিগত কয়েক দশক থেকে দেশের শিক্ষা কেন্দ্রগুলোতে চরম বিশৃঙ্খলা, নৈরাজ্য ও রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের ব্যাপক অনুপ্রবেশ ঘটেছে ছাত্র আন্দোলনে এবং ছাত্র রাজনীতির চোরাপথ দিয়ে। সত্তরের দশকে সারাদেশে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের সূচনা হলেও কিছু উগ্র মানসিকতায় বিশ্বাসী সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান তাদের অনুরাগীদের যোগসাজশে ছাত্র আন্দোলনের প্রাথমিক ও করণীয় কর্মসূচী রূপায়নের পরিবর্তে বিশৃঙ্খল আন্দোলন শুরু করে, যা আজও অব্যাহত আছে।

ষাটের দশকে সারাবিশ্বে ছাত্র আন্দোলন বিশেষভাবে সমাদৃত হয়। বিশেষ করে দক্ষিণ ভিয়েতনাম, বলিভিয়া, সুদান কিংবা পোল্যান্ড, হাঙ্গেরী, চীন প্রভৃতি রাষ্ট্রে ছাত্র আন্দোলনের ঢেউ দেশের শাসন কর্তাদের দুরভিসন্ধিকে সংযত রাখতে সক্ষম হয়। এতে শুধু জনপ্রিয়তা নয়, ছাত্র শক্তির প্রকৃত মূল্যায়নের দিনটিও উন্মোচন ঘটে। ১৯৫২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা ভাষাকে কেন্দ্র করে যে আন্দোলনের সূচনা করেছিল। পরবর্তীতে ১৯৭১ তা মুক্তিযুদ্ধে রূপ নিয়ে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম দেয়। আন্দোলনের মাধ্যমে তাদের দাবি বা অধিকার আদায়ের প্রাকশর্ত হিসেবে ছাত্রদের যে সুস্থ গণতান্ত্রিক পরিপুষ্টি ও সাংবিধানিক যুক্তি গ্রাহ্যতার উপাদান আহরণ করতে হয়, সে কথাটি তারা বেমালুম ভুলে যায়। তাই হামেশাই দেখতে পাওয়া যায়, অন্যায়, অযৌক্তিক ও অগণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় আব্দারসুলভ দাবি-দাওয়া নিয়ে অকারণে তারা মেতে উঠে, যা কিনা রাষ্ট্রের কাছে, রাষ্ট্রের জনগণের কাছে, বিশেষ করে অন্য সংগঠনভুক্ত জনসাধারণের কাছে শংকা ও শিরঃপীড়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

ছাত্ররা রাজনীতিতে অপাংক্তেয় নয়। তারা যে কোনও গঠনমূলক কাজের জন্য সংঘবদ্ধ হোক, আন্দোলনের মাধ্যমে নিজেদের সক্ষমতার প্রতি বা দলের ঘোষিত-অঘোষিত এজেন্ট কিংবা যন্ত্রের মত আজ্ঞাবাহী হয়ে কাজ করে তাহলে জনমানসে তাদের বিশ্বাসযোগ্যতা থাকে না। পরিতাপের বিষয়– আমরা দেখতে পাই, অমুক ছাত্র সংগঠনের বার্ষিক অধিবেশনে, সোনালী জয়ন্তী, রূপালী জয়ন্তী জটিল রাজনৈতিক ইস্যু নিয়ে ঢাকঢোল পেটানো হয়, ঘোষিত হয় পরবর্তী আন্দোলনের কর্মসূচী। কিন্তু কোনও ছাত্র সংগঠনই ছাত্রকল্যাণ কিংবা শৈক্ষিক কর্মসূচী বাবদ একটি শব্দও উচ্চারণ করে না। তাদের কর্মসূচীতে খুঁজে পাওয়া মুশকিল কিভাবে শিক্ষা ও শিক্ষা ব্যবস্থার মান উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব। কিভাবে লাইব্রেরীতে বইয়ের সংখ্যা বাড়ানো যাবে, কিভাবে বিজ্ঞানাগারের মান উন্নত করা যাবে। কিভাবে ছাত্র সমাজের মূল্যবোধের অবক্ষয়ের প্রতিরোধ করা যায়, কিভাবে শিক্ষাঙ্গনে সুন্দর ও সুস্থ পরিবেশ রচনা করা যায়, শিক্ষকদের অভাব হলে কিভাবে তা পূরণ করা যায়, এসব ব্যাপারে ছাত্র-ছাত্রীদের তৎপর হতে হবে বলে আমরা মনে করি।

আজকের যুগের দায়িত্ববান নাগরিক হিসেবে জ্বলন্ত রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতির পুষ্টি বিধানে ছাত্ররা সমভাগী হলেও সমাজ জীবনের সঙ্গে সাধারণ ও প্রাথমিকভাবে জড়িত মুখ্য বিষয়ের প্রতি পিঠ দিয়ে শুধু রাজনীতি নির্ভর হয়ে ছাত্র আন্দোলন ও ছাত্র রাজনীতি সফল হতে পারে না। শিক্ষাকে বাদ রেখে ছাত্র আন্দোলন একটি হাস্যকর ব্যাপার মাত্র। কাজেই জনগণের প্রকৃত সমস্যা ও প্রয়োজনকে সামনে রেখে একই সঙ্গে শিক্ষা ও এ সম্পর্কিত বিষয়ের প্রতিও গুরুত্ব দেয়া উচিত। তবেই ছাত্র আন্দোলন যথার্থভাবেই আন্দোলনের মর্যাদা লাভ করবে।

❑ লেখক : সাংবাদিক ও কলামিস্ট